দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 22 AUG 2007 পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

ফুঁসে উঠেছে শিক্ষাঙ্গন সারাদেশে আজ ছাত্র ধর্মঘট

সংঘর্ষ ভাঙচুর সড়ক অবরোধ : আহত অর্ধশত

ইনকিলাব ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর নগ্ন হামলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গন। গতকাল দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উল্লেখযোগ্য কলেজগুলোতে ছাত্র সংগঠনসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। আজ সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। কয়েকটি ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচী ঘোষণা করে। এছাড়া গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শেকৃবি ও জাবিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ-ভাঙচুরের পাশাপাশি সড়ক অবরোধেরও ঘটনা ঘটে। ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। এদিকে. বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হামলার শিকার হয় আইন-শৃঙ্খলা পৃঃ ১১ঃ কঃ ৪

ফুঁসে উঠেছে দেশের শিক্ষাঙ্গন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলা ও দ্বিতীয়বর্ষের শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও ডোনেশন ফি বাতিলের দাবীতে গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দফায় দফায় মিছিল, ভাঙচুর করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকালের ক্লাস বর্জনসহ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছে শিক্ষার্থীরা। জবি শাখা ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিক্ষকরা তাদের সমর্থন জানায়। গতকাল সকাল ৯টা থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভিসি কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে থাকে। সকাল ১০টা থেকে প্রায় এক হাজার ছাত্রের মিছিল কয়েকবার ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী জানায়। মিছিলের সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্যাম্পাসে প্রবেশরত জবি ভিসির গাড়ী লক্ষ করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ভিসির গাড়ী ভাঙচুর করে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বর্ষের ডোনেশন ও উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবীতে গাড়ী আটকে রাখে। ভিসি ছাত্রদের সাথে মিটিং করার আশ্বাস দিলে তারা ভিসির গাড়ী ছেড়ে দেয়। এরপর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা জবির দুটি গাড়ী এবং পার্শ্ববর্তী সড়কের তিনটি গাড়ী ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদের বাধা দিতে গেলে তাদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের তাপস পাল বর্ম, একই বিভাগের শরীফুল ইসলাম, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সাইফুল ইসলামসহ ৫ শিক্ষার্থী আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিবৃত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, প্রক্টরসহ একটি প্রতিনিধি দল ছাত্রদের মিছিলের কাছে পৌছালে ছাত্রদের ইটের আঘাতে প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহীদ মিনার পাদদেশে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের কাজী মনির, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আজিজুল হক, ছাত্রলীগের সিনিয়র সদস্য সৈকত বিন আকবর, মাকসুদ, ফারুকসহ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বেশকিছু নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জবি ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের জানান, জগন্নাথের ছাত্রদের আন্দোলন অবশ্যই যৌক্তিক। তবে আন্দোলনটি আরো সুশৃঙ্খল হলে ভাল হতো। তবে ক্যাম্পাসে ছাত্ররা যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য আমাদের শিক্ষকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে।

ফি বাতিলের দাবী সম্পর্কে ভিসি আরো জানান, যারা এককালীন এ টাকাটা পরিশোধ করতে পারবে না তাদের জন্য কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। একাডেমিক বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চবি রিপোর্টার : গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও কলা অনুষদ এলাকায় মিছিলের প্রস্তুতি নিতেই প্রক্টর ও পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কয়েকজন ছাত্রকে প্রক্টর অফিসে ধরে নিয়ে তাদের কাছ থেকে কালো ব্যাজ ছিনিয়ে নেয়া হয়। ভবিষ্যতে আর কোন আন্দোলন করবে না এমন মুচলেকা আদায় করা হয় দু' ছাত্রের কাছ থেকে। প্রক্টর অফিসে ধরে নিয়ে এক ছাত্রের কাছ থেকে লাইব্রেরী কার্ড কেড়ে নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় গতকাল দিনভর ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ-অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে। তবে ক্যাম্পাস জুড়ে অসংখ্য পুলিশের সতর্ক টহল এবং প্রক্টর ও কয়েকজন সহকারী প্রক্টরের অতি উৎসাহী ভূমিকায় ছাত্ররা বড় ধরনের বিক্ষোভ করতে পারেনি। এদিকে চবিতে আজ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। আজ থেকে তারা ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। উল্লেখ্য, শিবির ক্যাডারদের কড়া নিয়ন্ত্রণে গতকাল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করলে শিবিরের কিছু কর্মী তার খবর মুহূর্তে প্রক্টর অফিসে পৌছে দেয়। আর এতে প্রক্টর ও তার সহযোগীরা তৎপর হয়ে উঠে। শিবির ক্যাডারদের গতকাল ক্যাম্পাসে গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। তাদের ভূমিকায় সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

এদিকে গতকাল চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ-অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে। সকাল থেকে বিভিন্ন কলেজে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভের আশংকায় পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ এলাকায় যৌথবাহিনীর সদস্যরাও টহল দিয়েছে। গতকাল কলেজগুলোতে বড় ধরনের কোন বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়নি। তবে আজ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালন করবে শিক্ষার্থীরা।

শেকৃবি সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নগ্ন হামলার প্রতিবাদে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের গতকাল সকাল সাড়ে দশটা থেকে সারাদিন পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিবাদ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মিরপুর সড়কের দিকে এগোতে থাকলে কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সামনে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীরা শ্লোগান দিলে এসআই মশিউর শিক্ষকদের অকথ্য ভাষায় গালি দেয় এবং কৃষিবিদদের চাষা বলে গালি দিলে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‌্যাব আসলেও র‌্যাবের একজন এ সময় আহত হয়। ঘটনার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা লাঠিসোঁটা ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের উপর আবার হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা সকল ক্লাশ বর্জন, পরীক্ষা স্থগিতের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। বিকেলে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলার কবলে শিক্ষার্থীরা আবার উত্তেজিত হয়ে রোকেয়া সারণীতে ২টি বাস ৩টি কার মাইক্রো ভাঙচুর করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শেকৃবি সকল ক্লাশ পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাস উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জাবি সংবাদদাতা : গতকাল (মঙ্গলবার) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দুটি পুলিশের গাড়ীসহ ৮টি গাড়ী ভাঙচুর করে এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। সকল ক্যাম্পাস থেকে যৌথবাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবীতে আজ ধর্মঘট ডেকেছে শিক্ষার্থীরা।

সকাল ১০টায় নতুন কলাভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়ে মিছিল বের করে। দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর মিছিলটি কলাভবন থেকে শুরু হয়ে গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে এসে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পৃথক পৃথক মিছিল নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গাড়ী ভাঙচুর করে এবং প্রায় এক ঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় প্রায় ৮ ছাত্র গুরুতর আহত হয়। গতকাল ক্যাম্পাসে কোন ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

রাবি রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের হাতে শতাধিক ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক-ছাত্রের সম্মিলিত মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা একটার দিকে রবীন্দ্র ভবন থেকে মৌন মিছিল শুরু হয় এবং ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে তারা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। মৌন মিছিল চলার সময় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দক্ষিণ দিকে পুলিশ বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

এদিকে দুপুরে রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আয়েন উদ্দিন মোবাইলে সাংবাদিকদের জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনায় ছাত্রলীগ আজ বুধবার রাবি ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালন করবে। তবে সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনার অতি দ্রুত বিচার না হলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণছাত্র আন্দোলন শুরু হবে। এর জন্য ছাত্রলীগ, ছাত্রদল প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

শাবি প্রতিনিধি : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ গতকাল (মঙ্গলবার) ক্যাম্পাসে কালোব্যাজ ধারণ করে র‌্যালি করেছে। দুপুর সাড়ে ১২টায় লাইব্রেরী ভবন থেকে শুরু হওয়া র‌্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে কয়েক দফা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বাধার সম্মুখীন হয়। এসময় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। র‌্যালি শেষে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হলেও ছাত্রলীগ নেতারা তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হলে শাবিতে ছাত্র ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে।

ইবি রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর বর্বর পুলিশী হামলায় ফুঁসে উঠেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। গতকাল দুপুরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকে বাস অবরোধ করে। এ সময় তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

হামলার প্রতিবাদে গতকাল শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে। কয়েকটি বিভাগের ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে দুপুর ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে আজ বুধবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তারা।

যশোর ব্যুরো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল যশোর এমএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল শেষে তারা সমাবেশ করার উদ্যোগ নিলে পুলিশ বাধা দেয়। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বরিশাল ব্যুরো : বরিশাল বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্ররা মৌন মিছিল করে প্রিন্সিপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। মিছিলকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ১২ ঘন্টার মধ্যে দাবী না মানলে ছাত্র ধর্মঘটেরও হুমকি দিয়েছে। বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো পরিস্থিতি উত্তপ্ত না হলেও থমথমে। গোয়েন্দা নজরদারীসহ পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। বরিশাল বিএম কলেজ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দক্ষিণাঞ্চলের বড় মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর হোস্টেলগুলোর দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

সিলেট ব্যুরো : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল রাত সাড়ে ৮টা থেকে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ শুরু করে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাত সোয়া ৯টার দিকে সাধারণ ছাত্ররা একাডেমিক ভবনের সামনের সমাবেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাশ ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

পটুয়াখালী জেলা সংবাদদাতা : পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গতকাল সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে শহীদ জিয়া ছাত্রাবাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ মিনারে সমাবেশ করতে গেলে পুলিশী বাধার মুখে সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়।